দর্শনা দিয়ে ভারতে পালানোর সময় দু’ আওয়ামীলীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্ত দিয়ে পাসপোর্ট বিহীন অবৈধভাবে ভারতে পালানোর সময় দু’আওয়ামীলীগ নেতাকে আটক করেছে বিজিবি।

এ সময় তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে একটি ল্যাপটপ, অসংখ্য সীল, দলীয় প্যাড, সার্টিফিকেট উদ্ধার করে।

বিজিবি জানায়, আজ রবিবার (১৮ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা আন্তর্জাতিক জয়নগর চেকপোস্ট সীমান্তের ৭৬ নম্বর মেইন পিলারের পাশ দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল এই দু’জন। এ সময় বিজিবির টহলদলের নজরদারিতে এ দুজন ধরা পড়ে।

আটককৃত দুজন রাজশাহী বাগমারা থানার খাজুরা গ্রামের মনির হকের ছেলে ফজলুলু হক (৩৭) ও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার কাজিহাটা গ্রামের আশরাফুল আহমেদের ছেলে বুলবুল আহমেদ (৪০)। এরা আওয়ামী প্রজন্ম লীগের নেতা।

এদেরকে দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে বিজিবি জানায়। তবে এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এরা দুজন অবৈধ ভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল বিজিবি তাদেরকে আটক করে দর্শনা থানায় সোপর্দ করেছে।

১০ দিনের রিমান্ডে টুকু-পলক-সৈকত

রাজধানীর পল্টনে কামাল মিয়া নামে এক রিকশাচালককে হত্যা মামলায় ১২তম জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক তানভীর

হাসান সৈকতের ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট রশিদুল আলমের আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার তদন্তের জন্য এদিন এই তিনজনের প্রত্যেকের ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করা হয়।

পল্টন মডেল থানার ওসি সেন্টু মিয়া বলেন, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকে পল্টনে এক রিকশাচালককে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। দুপুরের পরে এই তিনজনকে আদালতে তোলা হবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

শেখ হাসিনার-কাদের ও কামালসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার আবেদন

মুদি দোকানকার মোহাহাম্মদ আবু সায়েদকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা এবং সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে রাজধানীর একজন ব্যবসায়ী বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেছেন। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালতে এর শুনানি হবে বলে জানা গেছে।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন—সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার ও গোয়েন্দা শাখার প্রধান মো. হারুন অর রশীদ, ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান ও ডিএমপির সাবেক যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব

কুমার সরকার।

এছাড়া অজ্ঞাতনামা পুলিশ কর্মকর্তা বা পুলিশের সদস্য ও তৎকালীন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অজ্ঞাতনামা হিসেবে মামলায় আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী এস এম আমীর হামজা শাতিল আদাবর এলাকার বাসিন্দা। সচেতন নাগরিক হিসেবে নিরীহ নাগরিক হত্যার বিচার চেয়ে তিনি মামলা করেছেন বলে জানিয়েছেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে- সম্প্রতি কোটা সংস্কার আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা মিছিল সমাবেশ করে। ওই সব শান্তিপূর্ণ মিছিলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। অনেক ছাত্র জনতা নিহত ও আহত হন। গত ১৯ জুলাই মোহাম্মদপুরে বসিলার ৪০ ফিট এলাকায় ছাত্র-জনতা শান্তপূর্ণ মিছিল সমাবেশ করছিল। সেখানেও পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। এ সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় স্থানীয় মুদি দোকানদার আবু সায়েদ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

নিহত মুদি দোকানকার মোহাহাম্মদ আবু সায়েদের শুভাকাঙ্ক্ষী আমীর হামজা বাদী হয়ে মঙ্গলবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

ক্যাসিনো গডফাদার মিলু ও ক্যাসিনো সম্রাট বাঁধন কোথায়?

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার গডফাদার মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু ও তার ভাতিজা ক্যাসিনো সম্রাট জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন আত্মগোপনে রয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে এলাকায় তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

অনলাইন জুয়া ও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন এই দুই চাচা-ভাতিজা।

অনলাইন জুয়ার অপরাধে প্রায় অর্ধশত এজেন্টকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর হুকুম না থাকায় এই দুই চাচা-ভাতিজাকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এনিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে ওই সময় আক্ষেপ ছিলো। তবে তা প্রকাশ করতে পারেনি।

মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় থেকে তাদের সাথে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করা হলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি এলাকাবাসীও জানেন না তারা কোথায় পালিয়েছেন।

মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামের তালিকাভুক্ত রাজাকার আমিনুল ইসলামের ছেলে আমাম হোসেন মিলু। তিনি মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আব্দুস সালাম বাঁধন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা দুজনই রাজাকার পরিবারের সন্তান হলেও আওয়ামী লীগ সরকারের সকল সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন। রাজাকারের সন্তান হলেও আমাম হোসেন মিলু সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের আস্থাভাজন। যে কারণে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে মহাজনপুর ইউনিয়নে নির্বাচন করলে অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ায় তার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তার আস্থাভাজনের কারণেই বড় কোন পদে না থেকেও তার ভাতিজা আব্দুস সালাম বাঁধন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পদ বাগিয়ে নেন। ছাত্রলীগের সভাপতি হলেও গঠণতন্ত্র অমান্য করে তিনি বিয়ে করেছেন, এক কন্যা সন্তানের পিতা, পেশায় ঠিকাদার ব্যবসায়ী। ছাত্রলীগের জেলা কমিটির মেয়াদ অনেক আগে শেষ হলেও কোন সম্মেলনও করেননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা জানান, জেলা কমিটির সভাপতি বিবাহিত এবং এক কন্যা সন্তানের বাবা। তিনি ঠিকাদারী ব্যবসার আড়ালে মূলত অনলাইন জুয়ার অন্যতম সম্রাট। ক্ষমতায় থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে না পারলেও মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে এসব তথ্য বের হয়ে আসছে।

এবং ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে জেলা কমিটি ও অন্যান্য ইউনিটের কমিটিগুলো অনেক বিবাহিত নেতা দেখা যাচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্রলীগের যে অবদান রাখার কথা সেটা পারছে জেলা ছাত্রলীগ। জেলায় কয়েকটি ইউনিটের কোন কমিটি নেই। নতুন কোন নেতাকর্মীও তৈরি হচ্ছে না। যারা কমিটি আসতে চাচ্ছেন অর্থ এবং

ক্ষমতার লোভে আসছেন। ছাত্র রাজনীতি থেকে নেতাদের পাওয়া যাচ্ছে না।

ছাত্রলীগের সভাপতির পদ বাগিয়ে তিনি হয়েছেন কোটিপতি। ছাত্র না থাকলেও তিনি মায়ের নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ করছেন। অনলাইন জুয়ার সাথেও রয়েছে তার সখ্যতা। নিজেও অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত চাচা মিলুর উপর ভর করেই তার এ শক্তি। তারা চাচা আমাম হোসেন মিলু দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেন। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ওই নির্বাচনে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন সরাসরি নির্বাচনে প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে ২০১৯ সালের ১৪ জুলাই পুর্নাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা জানান, জেলা কমিটির সভাপতি বিবাহিত এবং ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে জেলা কমিটি ও অন্যান্য ইউনিটের কমিটিগুলো অনেক বিবাহিত নেতা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি তিনি।

এই দুই চাচা-ভাতিজার দুর্নীতির আদ্যপান্ত খুব শীঘ্রই মেহেরপুর প্রতিদিন প্রকাশ করবে।

ফরহাদ হোসেন পরিবার নিয়ে কানাডায় পালিয়েছেন !

নেতাকর্মীদের বিপদের মুখে রেখে সদ্য সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন পরিবার নিয়ে কানাডায় পালিয়ে গেছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। এমনকি পালিয়ে যাওয়ার আগে কারোর সাথে যোগাযোগ করেননি বলে বিভিন্ন জন অভিযোগ করেছেন। তবে অভিযোগকারীরা এখনই নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।

একটি বিশ^স্ত সূত্রে জানা গেছে, শেখ হাসিনা পদত্যাগের কিছুক্ষণ আগে বা পরে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে কানাডায় পালিয়ে গেছেন। তার একদিন আগে তার স্ত্রী মোনালিসা খাতুন ও দুই সন্তানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে সূত্রটি জানায়। তবে এ বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার জন্য মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে তাঁর ফোনে ফোন করা হলে ফোনে পাওয়া যায়নি। পরে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের ফোন করা হলেও তাদেরও পাওয়া যায়নি। এদিকে, গত সোমবার এই মন্ত্রীর মেহেরপুরস্থ বাসভবনে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। একই সঙ্গে তার ভাই এর মার্কেটসহ জেলা আওয়ামী লীগের অফিস ও নেতাকর্মীদের বাসভভন ও অফিস ভাংচুর করে বিক্ষুব্ধরা।

জানা গেছে, ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উড়ে এসে জুড়ে বসার মত আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে একতরফা নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের কোন পদে না থাকলেও এমপি হওয়ার সুবাদে ২০১৫ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ বাগিয়ে নেন। এর পর থেকে শুরু হয় ভিন্ন মতের নেতাদের নির্যাতন। নানাভাবে নিজ দলীয় নেতাদের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি করে তাদের দুরে সরিয়ে রাখেন। কমিটিতে পদ দেন হাইব্রিড নেতাদের । যাদের মধ্যে এমন অনেক নেতা ছিলেন যারা কখনো আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেননি। ত্যাগী নেতারা কেন্দ্রে নানা ভাবে অভিযোগ দিয়েও কেন্দ্র কোন কর্ণপাত করেনি। পরবর্তিতে ২০১৮ সালে তাকে মনোনয়ন না দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের বহু নেতা সমাবেশ করে। তারপরও কেন্দ্র তাকেই মনোনয়ন দেন। বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় নির্বাচিত হন ফরহাদ হোসেন। এবার এমপির পাশাপাশি তার মুকটে লাগে প্রতিমন্ত্রীর পালক । করা হয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। মাত্র তিন বছরের নেতা থেকে হয়ে যান প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে যেন আর মাটিতেই পা দেন না।

পরবর্তি ২০২৪ সালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও মনোনয়ন পান ফরহাদ হোসেন। নিজ দলের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করে নির্বাচত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর মুকুটে যুক্ত হয় আরও বড় পালক। করা হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী। মন্ত্রী হওয়ার পর প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের ট্রাক ভোটে করার অপরাধে নানা ভাবে হামলা মামলায় জর্জরিত করেন।

একজন বেসরকারি কলেজের শিক্ষক থেকে গত ১০ বছরে এমপি ও মন্ত্রী হওয়ার পর হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। তার ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনরাও কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। অথচ ১০ বছর আগে

তার ভাই-স্বজনদের সংসার চলতো না বলে লোকমুখে শুনা যায়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর প্রতিদিনে নানা অভিযোগ ও তার সহায় সম্পত্তির হিসাবের তথ্য আসতে শুরু করেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

গাংনীতে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষে নিহত এক, আহত আট

এক সময় ছিলেন বিএনপির স্থানীয় নেতা। সরকার পরিবর্তন হলে আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে মিশে রাজনীতি করতে থাকেন ইনামুল হক। পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর পাল্টে যায় চিত্র।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ আগষ্ট) সকালে গাংনীতে বিএনপির ডাকা আনন্দ মিছিলে যান ইনামুল হক। এনিয়ে স্থানীয় বিএনপি কর্মী উজ্জ্বল হোসেন তাকে গোলআলু বলায় ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ধ্যার দিকে তার মুদি দোকান ভাঙচুর করে ইনামুল হক ও তার লোকজন। এঘটনার জের ধরে রাত সাড়ে নয়টার দিকে উভয়পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে নাহারুল ইসলাম
(৫৪) নামের একজন নিহত ও দুই ইউপি মেম্বরসহ অন্তত ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার দিকে গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, নিহত নাহারুল ইসলামের বড় ভাই আইনাল হোসেন (৬২), আব্দাল হোসেন (৫৮), ইনামুল হক (৪০) ও তার ছেলে সিয়াম (১৭)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন, মটমুড়া ইউনিয়নের সাবেক ইউপি মেম্বর মহিবুল ইসলাম(৬৮), আশরাফুল ইসলাম কালু (৫৬), হামিদুল ইসলাম(৪৬) ও আমিরুল ইসলাম (৪০)।

আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

আহত ইউপি সদস্য মহিবুল ইসলাম বলেন, তুচ্ছ ঘটনায় সন্ধ্যার দিকে বিএনপির স্থানীয় নেতা উজ্জ্বল হোসেনের মুদি দোকান ভাঙচুর করেন ইনামুল হক ও তাদের লোকজন। এনিয়ে বাকবিতন্ডার এক পর্যায় রাত সাড়ে নয়টার দিকে ইনামুল হক ও তার লোকজন দেশীয় তৈরী অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিতে থাকে। তারা এলাকায় আতংক সৃষ্টি করে। এক পর্যায় আমাদের লোকজনও তাদের মহড়া প্রতিরোধ করতে দেশীয় তৈরী অস্ত্র নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, তুচ্ছ ঘটনায় সৃষ্ট রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষে নাহারুল ইসলাম নিহত হন। এসময় উভয় পক্ষের ৮ জন গুরুতর আহত হন।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার পর পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছেন। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে সংঘর্ষে নিহতের ঘটনার পর এলাকায় চলছে চরম উত্তেজনা।

ঝিনাইদহে সদর থানা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদককে পুড়িয়ে হত্যা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ৯নং পোড়াহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন ও তার গাড়ীচালক আক্তার হোসেনকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। হত্যার পর হিরন চেয়ারম্যানের লাশ শহরের কেন্দ্রস্থল পায়রা চত্বরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। সেখানে দর্শকরা তার লাশে জুতা সেন্ডেল মারতে থাকে।

গতকাল সোমবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এ ঘটনা

ঘটায়। পরে তার লাশ মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বেলা ১২ টার দিকে আন্দোলনকারীরা শহরের স্টেডিয়াম পাড়ায় অবস্থিত শহিদুল ইসলাম হিরনের বাড়িতে ভাংচুর করতে যায়। সেসময় হিরন আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে লাইসেন্সকৃত বন্দুক দিয়ে কয়েক রাউন্ডগুলি করে। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। পরে আন্দোলনকারীরা তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় ও তার ব্যক্তিগত গাড়ী চালক আক্তারকে কুপিয়ে যখম করে। আক্তারকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। বাড়ির ৩য় তলায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হিরন। সন্ধ্যায় আগুনে পুড়ে মারা গেলে আন্দোলনকারীরা তার ঘরের দরজা ভেঙ্গে তার লাশ বের করে শহরের কেন্দ্রস্থল পায়রা চত্বরে এনে টাঙ্গিয়ে রাখে। এসময় তার লাশের উপর আন্দোলনকারীরা জুতা সেন্ডেল দিয়ে মারতে থাকে। পের সেখান থেকে গভীর রাতে লাশ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

অপরদিকে কালীগঞ্জ উপজেলা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুয়েলের বাড়িতে আগুন দিতে গিয়ে পুড়ে মারা গেছে ২ আন্দোলনকারী। সোমবার বিকেলে কালীগঞ্জ উপজেলার ঢাকালে পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, শেখ হাসিনা’র দেশ ত্যাগের ঘটনার পর কিছু বিক্ষুব্ধ জনতা বিকালে কালীগঞ্জ উপজেলা শহরের ঢাকালে পাড়া এলাকার জুয়েল নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে আগুন দেয়। এর মধ্যে রাব্বি ও মুজাহিদ নামে দুই আন্দোলনকারী ওই বাড়ির দ্বিতীয় তলায় আগুন ধরাতে গেলে তারা আর নিচে নামতে পারেনি। ফলে সেখানেই পুড়ে তাদের মৃত্যু হয়। মৃত রাব্বির বাড়ি ওই উপজেলার ফয়লা ও মুজাহিদের বাড়ি খয়েরতলা এলাকায় বলে জানা গেছে।

বিমানবন্দরে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ আটক

বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে বিমানবন্দরে আটক হয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত সদ্য সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। আজ মঙ্গলবার

বিকালে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সোমবার শেখ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে হাসিনার পদত্যাগের পর থেকেই লাপাত্তা ছিলেন এই সাবেক মন্ত্রী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তার খোঁজের বিষয়ে সরব দেখা গেছে সাধারণ মানুষকে।

পুলিশের বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জনসমাগম এড়িয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই নিজ বাসা বা সরকারি বাংলোতে না গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে অবস্থান করছেন।

এদিকে এর আগে সদ্য সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়। ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার করে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন পলক।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল

সারা দেশে বিএনপি ও জামায়াতের সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাসভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের শামসুদ্দোহা পার্কে এসে আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

মিছিলটির নেতৃত্ব দেন বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোমিনুল ইসলাম মোমিন।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, সদর

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ জামান, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ সহজেলা আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের অবস্থান কর্মসূচি

সারা বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে জামাত-বিএনপি’র যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার মোকাবেলা এবং জনগণের জানমাল রক্ষার্থে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডাকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ।

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে বেলা বারোটা থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে উপজেলা আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন,দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন, দারিয়াপুর চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানসহ ছাত্রলীগ যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুব মহিলা লীগ কৃষক লীগ, তাঁতী লীগ সহ আওয়ামী

লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ।

এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা স্লোগান দেওয়ার সময় সাব্বির নামে এক শিক্ষার্থী রাস্তাদিয়ে মটরসাইকেরে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগকে টোকায় লীগ বলে কটুক্তি করলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তার উপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে। পরে ছাত্রলীগের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতাকর্মীর এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে রক্ষা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।